Islami Ain O Bichar
Vol. 21, Issue: 84
Octo-Dec. 2025

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2025-12-06
Published : 2026-02-19

DOI: 10.58666/iab.v21i84.335

The Shariah Ruling on the Revilement of the Prophet (Shatim al-Rasul) (PBUH): An Analysis in the Light of Hanafi Jurisprudence

Mustafa Monjur*
Md. Asem Ullah Yeaser**

Abstract

The belief in the finality of the prophethood of Muhammad (PBUH) is the main pillar of Iman (faith). Every Muslim throughout the world has a deep respect, love, and loyalty for him. Within its context, the objective of this research is to bring an overview of jurisprudential rulings of the Hanafi school of thought when it comes to the punishment for Shatim al-Rasul, with the definition of someone who commits blasphemy and insults the Prophet (PBUH). To give the voices of classical as well as modern Hanafi jurists (Fuqaha), pertinent primary jurisprudential texts have been carefully scrutinized. The research findings prove that in terms of Hanafi Fiqh behavior denigrating the Prophet (PBUH) is considered as an extremely serious crime whose legal penalty is often capital punishment. Nevertheless, nuances of a divergent and exceptional opinion among jurists are noted with regard to the admissibility of the Tawbah (repentance) of the offender. Furthermore, an evidence-based analysis and substantiation of the various classifications of the blasphemer, along with the jurisprudential principles and their Shari'i basis, are provided in this article. Ultimately, this study proves that, from the point of view of Islamic law, insulting the Prophet (PBUH) is a vicious crime for which the hardest punishments are prescribed.

Keywords: Shātim, Shātim al-Rasūl, Ḥanafī School, dhimmī, Murtadd

শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শরঈ হুকুম : হানাফী ফিকহের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ

শেষ এবং সর্বশেষষ্ঠ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাতে বিশ্বাস ঈমানের মূল বিষয়। বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমান তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আনুগত্য পোষণ

* Mustafa Monjur is an Assistant Professor, Department of Islamic Studies, University of Dhaka. Email: mustafa.monjur@du.ac.bd

** Md. Asem Ullah Yeaser is an MA Student, Department of Islamic Studies, University of Dhaka. Email: mohammedyeaser1518@gmail.com

করে। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণার লক্ষ্য হলো শাতিমুর রাসূল অর্থাৎ যে ব্যক্তি নবী ﷺ-কে অবমাননা করে, তার শাস্তি সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ফিকহি বিধানগুলো পর্যালোচনা করা। এই গবেষণায় প্রাচীন ও পরবর্তী যুগের হানাফী ফকীহদের অভিমত উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ফিকহী গ্রন্থসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, হানাফী ফিকহ অনুযায়ী রাসুল ﷺ-এর প্রতি অবমাননাকর আচরণ একটি চরম গুরুতর অপরাধ, যার শাস্তি সাধারণভাবে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত। তবে শাতিমের তাওবা (প্রায়শ্চিত্ত) গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী মতামত পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও, প্রবন্ধটিতে শাতিমের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ, সংশ্লিষ্ট ফিকহি নীতিমালা এবং সেগুলোর শরঈ ভিত্তি প্রমাণসহ বিশ্লেষণ ও সমর্থন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, এই গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে নবী ﷺ-কে অবমাননা করা একটি অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ, যার জন্য কঠোরতম শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে।

মূলশব্দ : শাতিম, শাতিমুর রাসূল, হানাফী, যিম্মি, মুরতাদ।

ভূমিকা

রাসূল ﷺ-এর প্রতি মহব্বতই হচ্ছে প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। এটি ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়জুড়ে রাসূল ﷺ-এর প্রতি মহব্বত, ভালোবাসা, আনুগত্য নিহিত থাকে। রাসূল ﷺ-এর অবমাননা কখনোই একজন প্রকৃত মুমিন সহ্য করতে পারে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, রাসূল ﷺ-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি রিসালাতের শানে সময়-অসময়ে বেয়াদবিমূলক আচরণ হয়ে আসছে। সেজন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাজিলের মাধ্যমে রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দেয়া হারাম ঘোষণা করেছেন।[১]

রাসূল সা., সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আসে তাকলিদের যুগ। প্রতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী নামে স্বতন্ত্র মাযহাব। প্রত্যেক মাযহাবের চিন্তাধারা পৃথক ও স্বতন্ত্র। কিন্তু এক জায়গায় সবাই একমত। সেটা হচ্ছে, রাসূল ﷺ-এর অবমাননাকারী কাফের ও মুরতাদ এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তবে এ শাস্তি বা দণ্ড বাস্তবায়নের পদ্ধতি, অপরাধীর পরিচিতি বিবেচনা, তাওবা গ্রহণের যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিষয়ে মতভেদ রয়ে যায়। ফলে মূল শাস্তির বিষয়ে একমত হয়েও মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থেকে যায়।

1. al-Qurʾān, 09:65-66. "আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, অবশ্যই তারা বলবে, আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। আপনি বলুন, আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী।" (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ)

দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় এ নিয়ে পৃথক কোনো গবেষণাধর্মী রচনা দেখা যায় না। অথচ গবেষণাধর্মী এসব রচনার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধ এ ধরনেরই একটি উদ্যোগ। এতে করে পাঠককূল এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা লাভ করবেন। সাথে সাথে সরকারী পর্যায়ে ও আইনগত আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার (policy making process) ক্ষেত্রেও এটি সবিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রবন্ধে নির্দিষ্টভাবে হানাফী ফিকহের দুই প্রধান যুগের দ্বিমত, তাওবা কবুলের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড মওকুফের সুযোগ, নারী, যিম্মি বা নাস্তিকদের ব্যাপারে ইসলামী দণ্ডবিধির পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে পাঠগত পদ্ধতি (Textual method) ও বর্ণনামূলক পন্থা (Descriptive approach) অনুসরণ করা হয়েছে। হানাফী ফিকহের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী যুগের মৌলিক গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ ইমামগণের রায়ের ভিত্তিতে শাতিমের শাস্তি তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি মাকাসিদে শরিয়ার দৃষ্টিতে উক্ত শাস্তির যৌক্তিকতা (Reasoning) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ প্রবন্ধ ভবিষ্যত গবেষকদের শাতিমের শাস্তি বিষয়ক আলোচনায় নানামুখী দ্বার উন্মোচন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

১. ফিকহে হানাফী : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

রাসূল ﷺ জীবিত থাকাবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য দরবারে রিসালতে হাজির হতেন। রাসূলও ﷺ সমস্যা অনুপাতে সমাধান দিতেন। তবে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলামানদের সব ধরনের সমস্যার বাস্তব ও প্রায়োগিক সমাধান রাসূল সা.-এর মাত্র ৬৩ বছরের জীবনে প্রদান করা সম্ভব ছিল না। কেবল পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুপাতে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সে সমস্যার সমাধান দিয়েছেন তিনি। রাসূল ﷺ এর ওফাত লাভের পর সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব এসে বর্তায় সাহাবায়ে কেরামের উপর। তখন মুসলিম বিশ্বের সীমা আরব বিশ্ব ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে পৌঁছে যায়। ফলে মুসলমানরা নিত্যনৈমিত্তিক নব নব সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম এ সমস্যা সমাধানে রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত মূলনীতি (উসূল) ব্যবহার করেছেন। এভাবে সাহাবী পরবর্তী তাবেঈ যুগ আসে, এবং তৎপর আসে তাবে তাবেঈ যুগ।

তাবেঈ যুগের শেষভাগ ও তাবে তাবেঈ যুগের প্রথমার্ধে এসে এসব সমস্যা ও সমাধান নিয়ে ফিকহশাস্ত্র স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন মাযহাবের। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হয় চারটি প্রধান মাযহাব; হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী। সে থেকে বর্তমান পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে এ চার মাযহাবই অনুসৃত হয়ে আসছে। বর্তমান বিশ্বে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মুসলিম হানাফী মাযহাব বা ফিকহে হানাফী অনুসরণ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ মাযহাব প্রধান মাযহাব হিসেবে অনুসৃত হয়ে আসছে। এ মাযহাবের মূল প্রবক্তা হলেন ইমাম

আজম আবু হানিফা নুমান ইবন সাবেত আল কুফী (রহ)। তাঁরই নামানুসারে পরবর্তীতে এ মাযহাব হানাফী মাযহাব বা হানাফী ফিকহ নামে পরিচিতি লাভ করে।

১.১ ফিকহে হানাফীর মূলনীতি

ইসলামী ফিকহে মাযহাবসমূহ বিধিবদ্ধ কিছু মূলনীতি ও নিয়মকানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে কেবল উদ্ভবের যুগেই নয়, বরং এসব মূলনীতির আলোকে অদ্যাবধি নতুন মাসআলার সমাধান দেওয়া হচ্ছে। তেমনি হানাফী মাযহাব কিছু মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নব নব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এসব সমস্যার ফিকহি সমাধানের লক্ষ্যে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার ভিত্তিতে পরবর্তী প্রজন্ম সেসব সমস্যার সমাধানকল্পে কাজ করে যেতে পারবে।

এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের প্রধান ব্যক্তিত্ব ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর একটি উক্তি বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন,

> أخذ بكتاب الله, فان لم أجد فبسنة رسول الله فان لم اجد في كتاب الله تعالي, ولا سنة رسول الله, أخذت بقول أصحابه...-
>
> যেকোনো মাসয়াআয় আমি প্রথমে কিতাবুল্লাহর শরণাপন্ন হই। যদি সেখানে কিছু না পাই, তাহলে সুন্নাতে রাসূলে খুঁজি। আর যদি কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলেও না পাই, তাহলে সাহাবাগণের মত গ্রহণ করি..।[2]

ইমাম আজমের এ বক্তব্য থেকে হানাফী মাযহাবের উসূল তথা মূলনীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এগুলো হলো, কিতাবুল্লাহ তথা আল কুরআন, সুন্নতে নববী, সাহাবীগণের বাণী, ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, উরফ ইত্যাদি।

হানাফী ফিকহের এসব মূলনীতি প্রসঙ্গে সাহল ইবনু মুযাহিম বলেন,

> كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح, والنظر في معاملات الناس, وما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم, يمضي الأمور علي القياس, فاذا قبح القياس, يمضيها علي الاستحسان ما دام يمضي له, فاذا لم يمض له رجع الي ما يتعامل المسلمون.
>
> ইমাম আজম এর বক্তব্যের মূলকথা হলো, নির্ভরযোগ্য বস্তু গ্রহণ করা, দোষযুক্ত বস্তু থেকে পলায়ন করা এবং মানুষের কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কিয়াসের উপর অবিচল থাকতো এবং তাদের মুআমালা যথাযথভাবে পরিচালিত হতো। ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কিয়াসের মাধ্যমেই ফয়সালা করতেন। যখন তিনি কিয়াসের মধ্যে অসুবিধা লক্ষ্য করতেন তখন মানুষের কার্যাবলিকে ইসতিহসানের আলোকে সমাধান করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোনো অসুবিধা না

---

2. Muhammad Abu Zahra, *Tārikh al-Madhāhib al-Fiqhiyya* (Cairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 2007), p 354.

দেখতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা এভাবেই চলতো। আর কোনো অসুবিধা দেখা দিলে মুসলমানদের আচার-আচরণ তথা সামাজিক প্রথার দিকে ফিরে আসতেন।[৩]

১.২ হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিকোণ বিশেষভাবে গবেষণার কারণ

বাংলাদেশে হানাফী মাযহাবের প্রভাব সর্বাধিক। বিচারব্যবস্থা, ফতোয়া ও মাসায়েল নির্ণয়ে হানাফী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধানত অনুসৃত হয়। এ কারণে প্রবন্ধে শাতিমুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাস্তি প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মালেকি, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে শাতিমের শাস্তি সম্পর্কে প্রায় একমত অবস্থান পাওয়া যায়; তাদের মতে শাতিমের উপর হদ্দ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতার কারণে এ বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। একদল শাতিমকে মুরতাদের সাথে কিয়াস করে তার শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, আরেকদল শাতিমকে পৃথক অপরাধ হিসেবে গণ্য করে হদ্দ হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষপাতী হয়েছেন। এ মতভিন্নতার মূল কারণ হলো কিয়াস ও অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা।

হানাফী মাযহাবের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো শাতিমের শাস্তির বিষয়টি অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা। এখানে শাতিমকে মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ, যিম্মি ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত করে প্রত্যেক অবস্থার জন্য পৃথক বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষত নারী শাতিমের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হানাফী আলিমগণ মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য নয় বলে মত দিয়েছেন। কারণ তার দ্বারা যুদ্ধ বা সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার আশঙ্কা নেই। এসব বিশ্লেষণ হানাফী মাযহাবের চিন্তাগত গভীরতা ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এছাড়াও বর্তমান সমাজে ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তি ও ক্ষমতার বাস্তবতায় শরঈ আইন প্রণয়নে অনেক সময়ই নমনীয়তার প্রয়োজন হয়। ফলে হানাফী ফিকহের এতদ্বিবিধ অভিমত শাতিম প্রসঙ্গে আইনী বিষয় নির্ধারণে অনেক জটিলতা নিরসন করতে পারে।

২. শাতিমুর রাসূল: পরিচিতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবমাননা প্রসঙ্গে ইসলামী সাহিত্যে মূলত সাব্ব (سب) ও শাতম (شتم) পরিভাষা দুইটি ব্যবহৃত হয়। সাব্বের পরিচয় দিতে গিয়ে ইবনু তাইমিয়া বলেন,

> السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف, وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس علي اختلاف اعتقادتهم, كاللعن والتقبيح ونحوه
>
> এমন বাক্য যার দ্বারা খাটো বা হেয় করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং যা বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের জ্ঞানে হেয় বা অপমানসূচক গণ্য হয়। যেমন: লানত, নিন্দা ইত্যাদি।[৪]

3. Abu Zahra, *Abū Ḥanīfa,* 1991, p 308.
4. Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiyya, *Al-Ṣārim al-Maslūl ʿAlā Shātim al-Rasūl* (Jordan: Baytul Muqaddas, 2019/1440h), p 407.

আর শাতিমের পরিচয়ে আল্লামা মানাভী বলেন,

> الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص-
>
> কারো সম্পর্কে এমন কথা বলা যাতে খাটো করাই উদ্দেশ্য।[৫]

এ প্রেক্ষিতে সাধারণভাবে শাতিমুর রাসূল বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে নবী-রাসূলগণের প্রতি বেয়াদবিমূলক শব্দচয়ন করে, মন্দ বাক্য উচ্চারণ করে বা তাঁদের শান-মান খাটো করার চেষ্টা করে, হোক তা কথা, লেখা, ব্যঙ্গচিত্র অথবা ভিন্ন কোনো মাধ্যমে। শাতিমুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংজ্ঞা প্রদানে আল্লামা কাজী ইয়াজ (রহ) বলেন,

> أن جميع من سب النبي ﷺ، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له، أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه أو الغض منه، والعيب له، فهو ساب له
>
> যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দিবে, অথবা তাঁকে দোষারোপ করবে, অথবা তাঁর জাত বা বংশ বা দীনের সাথে কোনো দোষত্রুটি সংযোজন করবে, অথবা তাঁর মোবারক অভ্যাসসমূহের মধ্য হতে কোনো অভ্যাসের সাথে মন্দকিছু সম্পর্কিত করবে, অথবা তাঁর সাথে কোনো অমঙ্গল কিছু যুক্ত করবে, অথবা তাঁকে গালমন্দ করা বা তাঁর শানমান খাটো করা বা তাঁকে মূল্যহীন করা বা তাঁকে দোষারোপ করার নিয়্যতে কোনো বস্তুর সাথে উপমা দিবে, তাহলে সে শাতিমুর রাসূল হিসেবে গণ্য হবে।[৬]

আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহতে বলা হয়েছে,

> وحكم سابه (ص) انه مرتد بلا خلاف. ويعتبر سابا له (ص) كل من ألحق به (ص) عيبا أو نقصا, في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو ازداره أو عرض به أو لعنه أو شتمه أو عابه أو قذفه أو استخف به ونحو ذلك-
>
> আর শাতিমুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম হলো: সর্বসম্মিতক্রমে সে মুরতাদ। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দোষারোপ করা, তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, তাঁর বংশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, তাঁর ধর্মের মার্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, তাঁর কোনো বৈশিষ্ট্যকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা, অবজ্ঞা করা, তাঁর মর্যাদায় আঘাত করা, লানত করা, তিরষ্কার করা, দোষ ধরা, অপবাদ দেয়া, তুচ্ছ মনে করা ইত্যাদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবমাননা হিসেবে বিবেচিত হবে।[৭]

কোন কোন শব্দে শাতিম সাব্যস্ত হবে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে কুরআন ও হাদীসে প্রদত্ত মূলনীতির আলোকে আলিমগণ কোন কোন শব্দে শাতিম হবে তা ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম আজম ও তাঁর সাথীদের মতে,

5. Abdur Rauf Manawi, *Al-Tawfīq ʿalā Muhimmat al-Taʿarīf* (Egypt: Maktabat ʿAlam al-Kutub, 1990/1410h), p 202.
6. Qadi abul Abbas ibn Musa Iyad, *Al-Shifā bi Taʿrīf fī Ḥuqūq al-Muṣṭafā* (Cairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), V. 1, p 428.
7. Editorial Board. *Al-Mawsūʿa al-Fiqhiyya al-Kuwītiyya* (Kuwait: Wazara al-Awqāf wa al-Shuʾun al-Islāmiyya, 1983/1404h), V. 22, p 184.

قال الامام ابو حنيفة واصحابه: من برئ من محمد او كذب به، فهو مرتد حلال الدم الا ان يرجع-

> যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে অথবা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার রক্তপাত হালাল হবে, যদি না সে তার কথা প্রত্যাহার করে।[৮]

বস্তুত, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে নিয়ে উপহাস বা ব্যঙ্গ করবে, তাঁর মহান ফজিলত অস্বীকার বা খাটো করবে, তাঁর চরিত্র নিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করবে, তাঁর কোনো গুণকে বিদ্রুপ করবে, কথায় বা কাজে তাঁকে ব্যঙ্গ করবে, তাহলে সে একজন শাতিম হিসেবে চিহ্নিত হবে। এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে।

২.১ শাতিম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি

ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে রাসূল ﷺ-কে অবমাননা করাকে গুরতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। নববী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ অপরাধের একটাই শাস্তি। তা হলো মৃত্যুদণ্ড। এ বিষয়ে ইসলামি ফিকহের চার মাযহাবের গ্রন্থাবলিতে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। তবে হিজরি ৫ম শতকের পূর্বে এটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে পরিগণিত হয়নি। ফলে এ বিষয়ে ফিকহ শাস্ত্রের মৌলিক কিতাবগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা পরিলক্ষিত হয় না। এর পেছনে কারণ হচ্ছে, পূর্ববর্তী ইমামগণ শাতিমুর রাসূল ﷺ কে ভিন্ন দৃষ্টিতে না দেখে মুরতাদের দৃষ্টিতে দেখতেন। যার ফলে পূর্ববর্তী ইমামদের কিতাবেও শাতিমুর রাসূল ﷺ এর শাস্তির বিষয় মুরতাদ অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। যেমন, ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজ',[৯] ইমাম ত্বাহাবীর 'মুখতাসারুত ত্বাহাবী'[১০] ও 'মুখাতাসারু ইখতিলাফিল উলামা',[১১] ইমাম সুগদির 'আন নুতফু ফিল ফাতওয়া',[১২] ইমাম কাজী খানের 'ফতোয়ায়ে কাজী খান',[১৩] ইমাম ইবনু নুজাইম হানাফীর 'আল বাহরুর রায়েক',[১৪] ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগিনানীর 'আল হিদায়া',[১৫] ইমাম বাযযাযের 'ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়া',[১৬] ইমাম

8. Qadi abul Abbas ibn Musa Iyad, *Al-Shifā bi Taʿrīf fī Ḥuqūq al-Muṣṭafā* (Cairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), V. 1, p 441
9. Qaḍī Abu Yusuf, *Kitab al-Kharāj* (Tunisia: Dār Busdāma, 1984), p 183.
10. Abu Jafar Tahawi, *Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī* (Egypt: Dār al-Kutub al-ʿArabīyya, 1280h), p 262.
11. Abu Jafar Tahawi, *Mukhtaṣar al-Ikhtilāf al-ʿUlamā* (Beirut: Dār al-Bashāʾir al-ʿIlmiyya, 1996/1417h), v 3, p 504.
12. Abul Hasan Ali Sughdi, *Al-Nutfu fī al-Fatwā* (Delhi: Dār al-Furqān, 1983/1404h), v 2, p 694.
13. Fakhruddin Qadi khan, *Fatwā Qāḍī Khān* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2009), v 3, p 522.
14. Zaynuddin Ibn Nujaym, *Al-Baḥr al-Rāʾiq Sharḥu Kanz al-Daqāʾiq* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1997/1418h), v 5, p 201.
15. Burhanuddin Murghinani, *Al-Hidāyā* (Egypt: Dār al-Kutub al-ʿArabīyya, 2018/1439h), v 4, p 301.
16. Muhammad Ibn Muhammad Bazzaz, *Fatwā Bazzāziyya* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2009), v 2, p 442.

খাইরুদ্দিন রামাল্লীর 'ফতোয়ায়ে খাইরিয়্যাহ',[১৭] ইমাম ইবনু হুমামের 'ফাতহুল কাদির'[১৮] ইত্যাদি গ্রন্থে দেখা যায়, প্রত্যেকে শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি নিয়ে পৃথক কোনো অধ্যায় বা আলোচনা উপস্থাপন করেননি। বরং, মুরতাদের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে শাতিমের শাস্তি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। হানাফী ফিকহের এসব গ্রন্থের আলোচনা মূলত ফিকহী আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণে করা হয়েছে। শাতিম সংক্রান্ত নানাবিধ দলীল পেশ করে সেখানে হানাফী উসূলের আলোকে সমাধানের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। প্রাথমিক যুগের এসব গ্রন্থে পরবর্তী আলিমগণের মত স্বভাবতই স্থান পায়নি। পরবর্তী যুগের গ্রন্থগুলোতে শাতিম সংক্রান্ত আলোচনা তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত। সেখানে মুতাকাদ্দিমীনের অভিমতের সাথে অন্যান্য মাযহাবী রায়ের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে নতুনভাবে ফাতওয়া সাজানো হয়েছে, এবং তিন মাযহাবের মত তাওবা কবুল না করার মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এসব গ্রন্থে শাতিম সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা একসাথে উপস্থাপন করা হয়নি। নারী, অমুসলিম, যিম্মি, তাওবা ইত্যাদি সব ইস্যু একত্রিতভাবে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নেই। বরং নির্দিষ্ট কিছু দলীল ও ইস্যুকে কেন্দ্র করে এসব আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে এক মলাটে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য এ ধরনের প্রবন্ধের আবেদন রয়েছে।

স্বতন্ত্রভাবে শাতিমের শাস্তি নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন মালেকী মাযহাবের বিদগ্ধ আলেম আল্লামা কাজী ইয়াজ। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আশ শিফা বিতারিফি হুকুকিল মোস্তফা' গ্রন্থের শেষভাগে পৃথক অধ্যায় রচনা করেন এ বিষয়ের উপর।[১৯] সেখানে তিনি মালেকী মাযহাবের রায় বিস্তারিত প্রমাণাদিসহ উপস্থাপন করে জানান যে, শাতিমের একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। চাই সে মুসলিম বা কাফের বা যিম্মি বা নাস্তিক বা পুরুষ বা নারী হোক না কেন। কাজী ইয়াজের পর এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি সহকারে পুস্তক রচনা করেন শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম তকী উদ্দীন সুবকী ও হাম্বলী মাযহাবের আল্লামা ইবনু তাইমিয়া। ইমাম সুবকী রচনা করেন 'আস সাইফুল মাসলুল আলা মান সাব্বার রাসূল'[২০] ও ইবনু তাইমিয়া রচনা করেন 'আস সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল'।[২১] উভয় গ্রন্থে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলোকে বিস্তর প্রমাণ সহকারে এ বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, শাতিমের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তার জন্য ইহকালের আদালতে তাওবার কোনো সুযোগ নেই।

হানাফী মাযহাবে এ বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম ইবনু আবেদিন শামী। তিনি রচনা করেন 'তানবিহুল উলাতি' যেখানে তিনি এ বিষয়ে

17. Khairuddin Ramalli, *Fatwā Khayriyya* (Egypt: Maṭbuʿat al-Kubrā al-ʿAmiriyya, 1300h), v 1, p 104.
18. Kamal Uddin Muhammad Ibn Humam, *Fatḥ al-Qadīr* (Beirut: Dār al-Fikr, N.D.), v 6, p 98.
19. Qadi Iyad, *Al-Shifā,* 2004, v 1, p 427.
20. Taqi Uddin Subki, *Al-Saif al-Maslūl ʿalā Man Sabb al-Rasūl* (Amman: Dār al-Fatḥ, 2000/1410h).
21. Ibn Taymiyya, *Al-Ṣārim,* 2019.

হানাফী মাযহাবের মুতাকাদ্দিম ও মুতাআখখির আলেমগণের দ্বন্দ্বের বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন।[২২] সর্বশেষ তিনি মুতাকাদ্দিমীনের রায়কে প্রাধান্য দেন। মুতাআখখিরগণের মধ্যে ইমাম বাযযায সর্বপ্রথম মুতাকাদ্দিম আলেমগণের বিরোধিতায় গিয়ে বাকি তিন মাযহাবের সাথে মিল রেখে ফতোয়া দেন যে, শাতিমুর রাসূল ﷺ কে হদ্দ হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া হবে। তাকে তাওবারও কোনো সুযোগ দেয়া হবে না। এরপর কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী, ইমাম হাসকাফী, ইবনু নুজাইম, মোল্লা খসরু, খাইরুদ্দিন রামাল্লী, শাইখযাদাহ ও ইমাম ইবনু হুমামসহ হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ মুতাআখখির আলেম ইমাম বাযযাযের ফতোয়ার আলোকেই রায় দেন।

বর্তমান যুগে যেহেতু রাসূল ﷺ এর অবমাননাকারীর সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তির বিষয়টির গুরুত্ব জোরালো হয়েছে। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, ইমাম ইবনু আবেদিনের 'তানবিহুল উলাত'-এর পর এ বিষয়ে বিস্তারিত দলিল প্রমাণ সহকারে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। তথাপি, প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত 'তাহাফফুজে নামুসে রিসালাত' গ্রন্থটি উর্দু ও বাংলাভাষীদের অন্তরের তৃষ্ণা মেটাতে সহযোগিতা করবে।[২৩] আরও একটি পরিতাপের বিষয়, এ ফতোয়া বা আইনটি ক্লাসিক্যাল গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। বর্তমান পৃথিবীতে কীভাবে এ আইন প্রয়োগ হতে পারে–এ নিয়ে বিস্তর কোনো গবেষণা নেই। বিশেষত বর্তমান সোশাল মিডিয়ার যুগে ইসলামোফোবিয়া, সাইবার জঘন্যতার মতো নানানমুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে এ আইনের বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়েও কোনো গবেষণা পরিলক্ষিত হয়নি। উপর্যুক্ত ক্লাসিক্যাল ও নিও-ক্লাসিক্যাল গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, শাতিমের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া নিয়ে কারো মতবিরোধ নেই। তবে শাস্তি প্রয়োগের পদ্ধতি, তাওবা কবুল হওয়া-না হওয়ার বিষয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান।

২.২ শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর প্রসঙ্গে জমহুরের ফতোয়া

জমহুর আলিমগণের মতে, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর শানে বেয়াদবি করবে অথবা তাঁর শান-মান খাটো করার চেষ্টা করবে অথবা তাঁকে তিরস্কার করবে অথবা তাঁকে দোষারোপ করবে, হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম অথবা পুরুষ বা নারী, সে একজন শাতিমের অপরাধে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। আর ঐ অপরাধীর একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এমনকি সে যদি তাওবা করে, তার তাওবাও কবুল করা হবে না। এ বিষয়ে ইমাম ইবনু মুনজির (রহ) বলেন,

22. Ibn Abedin Shami, Tanbīh al-Ulāt wa al-Ḥikām ʿalā Aḥkām Shātim Khayr al-Anām (Damascus: Dār al-Āthār, 2007/1428h)
23. Dr. Tahirul Qaderi, *Taḥaffuẓ Nāmūs al-Risālāh* (Lahore: Minhajul Quran Publication, 2008)

فنقل القاضي عياض عن ابن المنذر قال: "أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي ﷺ يقتل، وممن قال بذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي ثم قال القاضي: "وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا تقبل توبته عند هؤلاء-

আবু বকর ইবনু মুনজির থেকে কাজী ইয়াজ বর্ণনা করেন, আহলুল ইলম এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে গালি দিবে, তাকে হত্যা করা হবে। আর যারা এ মত ব্যক্ত করেছেন, তন্মধ্যে ইমাম মালেক বিন আনাস, লাইছ, আহমদ, ইসহাক অন্যতম। আর এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব। তারপর কাজী ইয়াজ বলেন, আর এটাই হলো আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর বক্তব্যের তাৎপর্য। উপর্যুক্ত আলিমগণের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তির তাওবাও কবুল করা হবে না।[২৪]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সাহনুন (রহ) বলেন,

اجمع المسلمون ان شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفر-

মুসলমানদের এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে যে, শাতিমুর রাসূল ﷺ কাফের। আর তার হুকুম হলো মৃত্যুদণ্ড। তার শাস্তি ও কুফরিতে যে সন্দেহ পোষণ করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে।[২৫]

ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াই (রহ) বলেন,

اجمع المسلمون علي ان من سب الله و رسوله او دفع شيئا مما انزل الله عز وجل او قتل نبيا من انبياء انه كافر بذلك-

মুসলমানদের এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কে গালমন্দ করে অথবা আল্লাহর নাজিলকৃত কোনো বিষয় অস্বীকার করে, অথবা নবীগণের মধ্য হতে কোনো নবীকে হত্যা করে, সে কাফের হয়ে যাবে।[২৬]

৩. শাতিমের শাস্তি প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের রায়

শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি প্রসঙ্গে হানাফী উলামা আহনাফ দুই দলে বিভক্ত; মুতাকাদ্দিম তথা পূর্ববর্তী এবং মুতাআখখির তথা পরবর্তী যুগের আলেম। শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি নিয়ে এ দু'দলের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

৩.১ মুতাকাদ্দিম আলেমগণের ফতোয়া

শাতিমুর রাসূল প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, হানাফী মাযহাবের মুতাকাদ্দিম আলিমগণ শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর মাসআলাকে মুরতাদের মাসআলার

24. Qadi Iyad, *Al-Shifā,* 2004, v 1, p 428.
25. Ibid, v 1, p 429.
26. Ibid.

মধ্যে গণ্য করেছেন। তথা শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর হুকুম পৃথক কোনো বিষয় নয়। বরং, তা মুরতাদের হুকুমের ন্যায়। সুতরাং, একজন মুরতাদের উপর যেরূপ শাস্তি আরোপিত হবে সেরূপ একজন শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর উপরও আরোপিত হবে। মুরতাদ ও শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর হুকুমের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, কারো নিকট থেকে যদি শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর অপরাধ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পূর্বে তার কাছ থেকে তাওবা চাওয়া ও ইসলাম কবুলের প্রতি আহ্বান করা হবে। যদি সে তাওবা করে ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে তার মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। অন্যথা, শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে। এ বিষয়ে ইমাম কাজি আবু ইউসুফ (রহ) বলেন,

وأيُّما رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أوْ كَذَّبَهُ أوْ عابَهُ أوْ تَنْقُصُهُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وبانَتْ مِنهُ زَوْجَتُهُ؛ فَإنْ تابَ وإلا قُتِلَ. وكَذَلِكَ المَرْأةُ؛ إلاَّ أنَّ اَباَ حَنِيْفَةَ قَالَ: لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ وَتُجْبَرُ عَلَي الْإِسْلَام

কোনো মুসলমান যদি রাসূল ﷺ কে গালি দেয় বা তাঁর দোষ বর্ণনা করে অথবা তাঁর সম্মানকে খাঁটো করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যদি সে তাওবা করে, তাহলে তা কবুল হবে। অন্যথা, তাকে হত্যা করে ফেলা হবে। এ বিধান নারী পুরুষ উভয়ের জন্যে সমান। তবে ইমাম আবু হানিফা বলেন, নারীদের হত্যা করা হবে না; বরং, তাদেরকে ইসলামের গ্রহণের দিকে জোর করা হবে।[২৭]

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম ত্বাহাবী (রহ) বলেন,

من سب رسول الله ﷺ من المسلمين أو تنقصه كان بذلك مرتدا، وكان حكمه حكم المرتد في جميع ما ذكرنا من أحكام المرتدين-

কোনো মুসলমান যদি রাসূল ﷺ-কে গালমন্দ করে অথবা তাঁকে খাঁটো করার চেষ্টা করে, তাহলে সে এর দ্বারা মুরতাদ হয়ে যাবে। তার হুকুমও মুরতাদের হুকুমের ন্যায় হবে, যা আমরা ইতোপূর্বে মুরতাদের হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেছি।[২৮]

ইমাম আবুল হাসান সুগদি বলেন,

من سب رسول الله ﷺ فانه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد-

যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে গালমন্দ করবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর তার হুকুম মুরতাদের হুকুমের ন্যায় হবে। মুরতাদের সাথে যা করা হয়, তার সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হবে।[২৯]

---

27. Abu Yusuf, *Kharāj*, 1983, p 183.
28. Tahawi, *Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī,* 1280h, p 262.
29. Sughdi, *Al-Nutfu,* 1983, v 2, p 694.

এটাই হলো হানাফী মাযহাবের মুতাকাদ্দিম আলেমগণের ফাতওয়া। অর্থাৎ, শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর অপরাধ যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে অপরাধীর উপর মুরতাদের ন্যায় শাস্তি আরোপ করা হবে। প্রথমে তাওবা করতে বলা হবে। যদি কবুল করে, তাহলে গৃহীত হবে। অন্যথা, হত্যা করা হবে।

৩.২ মুতাআখখির আলেমদের ফতোয়া

হানাফী মাযহাবের পরবর্তী আলেমগণের মধ্যে এ মাসআলার শাস্তির ভিত্তি নির্ধারণে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর মাসআলাকে মুরতাদের মাসআলার মধ্যে গণ্য করেছেন, আবার কেউ কেউ অন্য মাযহাবের ন্যায় হদ্দ হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে তারা এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি কেবল মৃত্যুদণ্ড। শাতিমের কোনো তাওবা কবুল করা হবে না। তাই, যদি কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে রাসূল ﷺ-এর শানে গোস্তাখি করাটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। হত্যার পূর্বে তার কাছ থেকে কোনো তাওবা তলব করা হবে না। যদি সে তাওবাও করে, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে না। অর্থাৎ, শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি একটাই, মৃত্যুদণ্ড। হোক সে মুসলিম বা কাফের, পুরুষ বা নারী, ইহুদি বা নাসারা। তাঁরা শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ পৃথক করেননি, যেমনটি পূর্ববর্তী আলেমগণ করেছেন। এক্ষেত্রে মুতাকাদ্দিম আলেমগণের মধ্যে প্রথম বিরোধিতা করেন ইমাম বাযযায। তিনি বলেন,

إذا سب الرسول ﷺأو واحداً من الأنبياء عليهم السلام فإنه يُقتل حدا ، ولا توبة له أصلاً، سواء بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائباً من قبل نفسه، كالزنديق ؛ لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة-

যখন কোনো ব্যক্তি রাসূল ﷺ অথবা নবীগণের মধ্য হতে কোনো নবীকে গালি দিবে, তার উপর হদ্দের শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ড আরোপিত হবে। তার কোনো তাওবাই কবুল করা হবে না। হোক সে গ্রেফতারের পর তাওবা করুক এবং এ বিষয়ে সাক্ষ্যও পাওয়া যায় অথবা যিনদিকের ন্যায় নিজ থেকে স্বেচ্ছায় তাওবা করুক। (কোনো অবস্থাতেই তার তাওবা কবুল হবে না) কেননা, তার উপর হদ্দের শাস্তি (মৃত্যুদণ্ড) ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর হদ্দের শাস্তি তাওবার মাধ্যমে রোধ করা যায় না।[৩০]

ইমাম ইবনু আবেদিন শামি (রহ) শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি হদ্দ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড এবং শাতিমের তাওবা কবুল না হওয়া প্রসঙ্গে বলেন,

فهو كافر يجب قتله باتفاق الامة ولا تقبل توبته واسلامه في اسقاط القتل-

শাতিমুর রাসূল কাফের হয়ে যাবে। আলেমগণের ঐক্যমতে, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। হত্যার শাস্তি রহিত করার জন্য তার তাওবা ও ইসলাম গ্রহণ কবুল করা হবে না।[৩১]

---

30. Bazzaz, *Fatwā,* 2009, v 2, p 442.
31. Ibn Abedin Shami, *Al-ʿUqūd al-Durriyya fī Tanqīḥ al-Fatwā al-Ḥāmidiyya* (Beirut: Kutub al-ʿIlmiyya, 2008), v 1, p 102.

দুররুল মুখতার গ্রন্থ প্রণেতার উস্তাদ আল্লামা খাইরুদ্দিন রামালী বলেন,

من سب رسول الله ﷺ فانه مرتد وحكمه حكم المرتدين ويفعل به ما يفعل بالمرتدين ولا توبة له اصلا واجمع العلماء انه كافر ومن شك في كفره كفر-

যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে গালি দিবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার হুকুম সেটাই যা অন্যান্য মুরতাদের বেলায় প্রযোজ্য হয়। তার সাথেও ঐ আচরণ করা হবে, যা মুরতাদের সাথে করা হয়। আর তার কোনো তাওবাই কবুল করা হবে না। এবং উম্মতের সমস্ত আলেমের ইজমা হচ্ছে, সে ব্যক্তি কাফের। আর যে ব্যক্তি তার কাফির হওয়াতে সন্দেহ পোষণ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে।[৩২]

৩.৩ শাতিম ইস্যুতে হানাফী ইমামগণের ব্যবহৃত দলিল

হানাফী ইমাম ও ফকীহগণ শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তির বিষয়ে যেসব দলীল পেশ করে থাকেন এর কতিপয় দলীল আলোচ্য অংশে উপস্থাপন করছি। আল কুরআনে রাসূল ﷺ এর প্রতি যে পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে অনুযায়ী তাঁকে কষ্ট দেয়া আল্লাহ তাআলা হারাম ঘোষণা করেছেন। আর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দেয়া মানে আল্লাহকেই কষ্ট দেয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا-

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল-কে কষ্ট দেয়, তাঁদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে অভিসম্পাত এবং তাঁদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।[৩৩]

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-কে কষ্টদানকারী ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য লাঞ্চনাকর শাস্তির কথাও উল্লেখ করেছেন। যা থেকে বোঝা যায়, দুনিয়াতে শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি হলো ওয়াজিবুল কতল এবং পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অপর এক আয়াতে এসেছে,

والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم-

যারাই রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিবে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৩৪]

আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-এর প্রতি আকার-ইঙ্গিতে বিদ্রুপ ও তিরস্কার করা হারাম ঘোষণা করে ইরশাদ করেন,

يايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم –

হে মুমিনগণ, তোমরা 'রাইনা' বলো না। বরং, তোমরা 'উনযুরনা' বলো। আর শুনে রাখো কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৩৫]

32. Ramalli, *Fatwā Khayriyya,* 1300h, v 1, p 104.
33. al-Qurʾān, 33:57.
34. al-Qurʾān, 09:61.

এ আয়াতে রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে راعنا বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, ইয়াহূদীরা তাঁকে এ বলে বিদ্রুপ করতো। তাই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এভাবেই মহান আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রাসূল ﷺ-এর প্রতি বিদ্বেষমূলক বা বিদ্রুপাত্মক বা বেয়াদবিমূলক আচরণ হারাম করে দিয়েছেন। আর যারাই এ হারামে লিপ্ত হবে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক ও লাঞ্চনাকর শাস্তির ব্যবস্থা।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের আলোকেই হানাফী আলেমগণ শাতিমের অপরাধকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা করেছেন। কুরআনে স্পষ্টভাবে কোনো আয়াত পাওয়া যাবে না যে, শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হবে। কুরআনে স্পষ্টভাবে শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তির বিধান না থাকলেও অসংখ্য হাদিস পাওয়া যায়। যা থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

হানাফী মাযহাবের মুতাকাদ্দিম আলেমগণ যেহেতু শাতিমের হুকুমকে মুরতাদের হুকুমের ন্যায় ব্যক্ত করেছেন, সে হিসেবে শাতিমের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড যদি সে তাওবা না করে। আর তাওবা করে ইসলামের পথে ফিরে আসলে তা কবুল করা হবে। এ মন্তব্যের দলিল দিতে গিয়ে তারা কয়েকটি হাদিস পেশ করে। যেমন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

من بدل دينه فاقتلوه

যে তার দীন পরিবর্তন করবে, তাহলো তোমরা তাকে হত্যা করো।[৩৬]

এ হাদিসের আলোকে হত্যার বিধান জারি হয়েছে। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পূর্বে তাকে তাওবার সুযোগ দেয়া হবে কিনা–এ প্রশ্নের উত্তরে মুতাকাদ্দিমীনের ফাতওয়া হচ্ছে, তাকে অবশ্যই তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসার প্রতি দাওয়াত দেয়া হবে। যদি সে কবুল করে তা কবুল হবে। তাওবা সংশ্লিষ্ট তাদের রায়ের দলিল দিতে তারা যে হাদীসটি পেশ করেন তা হলো, আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, আমাকে লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা এ বিষয় বলবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আর যে ব্যক্তি এমনটা বলবে, তাহলে সে তার রক্ত ও সম্পদের বিষয়ে আমার থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের হক আলাদা। আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত হবে।[৩৭]

কিন্তু মুতাআখখিরগণও তাদের রায়ের পক্ষে বেশ কিছু হাদিস পেশ করেন যেখানে দেখা যায়, শাতিমুর রাসূল-কে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবাগণ মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। যেমন:

35. al-Qurʾān, 02:104.
36. Muhammad ibn Ismail Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathir, 2002), Ḥadīth no 3017.
37. Bukhari, *Ṣaḥīḥ,* 2002, Ḥadīth no 2947.

عن حسين بن علي، عن ابيه ان رسول الله ﷺ قال: من سب نبيا فاقتلوه، ومن سب اصحابي فاضربوه-

হযরত হুসাইন ইবনু আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো নবী ﷺ-কে গালি দেয়, তোমরা তাকে হত্যা কর এবং যে আমার সাহাবীকে গালি দেয়, তোমরা তাকে প্রহার কর।[৩৮]

অপর এক হাদীসে এসেছে,

ان رجلا كان يسبه ﷺ فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال خالد: انا، فبعثه ﷺ فقتله-

এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে গালি দিতো। তো রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো যে আমার দুশমনকে হত্যা করতে পারবে? তখন খালিদ (রা.) বললেন, আমি আছি। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁকে প্রেরণ করেন। অবশেষে, খালিদ (রা.) ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করেন।[৩৯]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইয়াহূদী কবি কাব বিন আশরাফকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

من لكعب بن الاشرف فانه يؤذي الله و رسوله؟-

তোমাদের মধ্যে কে আছো যে, কাব বিন আশরাফকে হত্যা করতে পারবে? কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দেয়।[৪০]

কবি কাব বিন আশরাফ ছিল মূলত মুশরিক। রাসূল ﷺ তাকে মুশরিক হওয়ার কারণে হত্যা করতে বলেননি। বরং, সে রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিতো, তাঁর শান-মানে আঘাত করতো। তাই রাসূল ﷺ তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عن عمر بن الخطاب (رض) انه أتي برجل سب النبي ﷺ فقتله، ثم قال عمر: من سب الله او سب احدا من الانبياء فاقتلوه-

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো যে, রাসূল ﷺ-কে গালি দিয়েছে। পরে উমর (রা.) তাকে হত্যা করলেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ অথবা নবীগণের মধ্য হতে কোনো নবীকে গালি দেয়, তোমরা তাকে হত্যা কর।[৪১]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে হানাফী ফকীহগণ শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তির বিভিন্ন দিক নির্দিষ্ট করে থাকেন। হানাফী উসূলের সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে প্রথমত গুরুতর অপরাধ বিবেচনা করা হয়। এরপর আসে শাস্তির বিধান। এক্ষেত্রে যেহেতু কুরআনে সরাসরি কোনো নির্দেশনা

38. Qadi Iyad, *Al-Shifā,* 2004, v 1, p 433.
39. Ibid.
40. Ibid.
41. Ibn Taymiyya, *Al-Ṣārim,* 2000, p 124.

পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে তাঁরা হাদীসের আলোকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করেন। পাশাপাশি সাহাবাগণের আমলের মাধ্যমেও মৃত্যুদণ্ডের বিধান নিশ্চিত করেন। এক্ষেত্রে মুতাকাদ্দিমীন আলিমগণ এ অপরাধকে ইরতিদাদ এর আওতাভুক্ত মনে করেন বিধায় ইসলাম গ্রহণের ফলে পূর্ববর্তী সব অপরাধ ক্ষমার হাদীসগুলোর প্রেক্ষিতে তাওবার সুযোগ বহাল রাখেন। বস্তুত, হানাফীদের এ অবস্থান কেবল নির্ধারিত গুটিকতেক হাদীসের আলোকে নয়, বরং সব ধরনের হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৪ মতবিরোধের কারণ

হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণ এ কথার উপর একমত যে, শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। এ শাস্তির বিষয়ে কেবল হানাফীদের দু'যুগের উলামাই নন, বরং সর্বযুগের সব মাযহাবের ইমাম ও আলেমগণ একমত পোষণ করেন। মতপার্থক্য দেখা যায়, কেবল এ শাস্তি রহিত হবে কি না এ প্রসঙ্গে। মুতাকাদ্দিমীন মনে করেন, তাওবার মাধ্যমে এ মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবে। আর মুতাআখখিরীন মনে করেন, এ শাস্তির ক্ষেত্রে তাওবার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং, এ মৃত্যুদণ্ড রহিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

এ মতপার্থক্যের কারণ হলো, পূর্ববর্তীদের দৃষ্টিতে শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি মুরতাদের শাস্তির ন্যায় হবে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ কে গালি দেওয়া বা অবমাননা করার মাধ্যমে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। আর মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে ইরতিদাদের পর যদি কেউ তাওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অবকাশ নেই। কারণ ইসলাম গ্রহণ বা শাহাদাতের স্বীকৃতির ফলে ব্যক্তির রক্ত ও সম্পদ মুসলিমদের নিকট হারাম হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে শাতিমের অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যায়। কেননা মৃত্যুদণ্ড ছিল ইরতিদাদের কারণে, আর ইসলাম গ্রহণের ফলে সে কারণ অনুপস্থিত হয়ে যায়।

কিন্তু পরবর্তী যুগের আলিমগণের দৃষ্টিতে শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি ইরতিদাদের কারণে নয়, বরং হদ্দ হিসেবে কার্যকর হবে। ফলে অন্যান্য হদ্দের শাস্তির ন্যায় এক্ষেত্রেও তাওবার কোনো অবকাশ নেই। চাই সে ইসলাম পুনরায় গ্রহণ করুক বা না করুক। সব ক্ষেত্রেই শাস্তি কার্যকর করা হবে। এখানে তাওবার কোনো সুযোগ নেই। তাকে তাওবার কথা বলাও যাবে না। আর সে স্বেচ্ছায় তাওবা করলে তা কবুল করা হবে না। কেননা, হদ্দ হিসেবে সেখানে হক্কুল ইবাদ জড়িত। আর হক্কুল ইবাদ লঙ্ঘনের শাস্তি তাওবার মাধ্যমে রহিত হয়ে যায় না। তাই পরবর্তী যুগের আলিমগণ শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তি কোনো ইসতিসনা ব্যতীত মৃত্যদণ্ডের পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

তবে, হুদুদ এর অন্যান্য অপরাধের পর্যালোচনায় আর একটি বিষয় সামনে আসে। তা হচ্ছে, ইরতিদাদ ব্যতীত বাকী সব অপরাধের ক্ষেত্রে যেমন, যিনা, চুরি, মদ্যপান

ইত্যাদির কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। ফলে কেবল তাওবার মাধ্যমে শাস্তি রহিত হয় না। অন্যদিকে ইরতিদাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এ কারণে হানাফীগণ ইরতিদাদকে হুদুদের আওতাভুক্ত মনে করেন না। তাঁদের নিকট ইরতিদাদ ভিন্ন প্রকৃতির শাস্তি। এতে তাওবার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের অবকাশ আছে। ফলে এর শাস্তিও রহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে ইরতিদাদ হুদুদ নয়। শাতিম ইস্যুটি মূলত ইরতিদাদ হিসেবে, মুতাকাদ্দিমীনগণ মনে করেন, তাওবার কারণে মৃত্যুদণ্ড রহিত হচ্ছে না, এখানে ইসলাম গ্রহণ হচ্ছে মূল উপাদান। মৃত্যুদণ্ড তাওবার কারণে নয়, বরং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে রহিত হয়।

অন্যদিকে, পরবর্তী আলেমগণও স্বীকার করেন যে, ইরতিদাদ হুদুদ এর আওতাভুক্ত নয়। তাঁদের নিকট শাতিম বাহ্যত ইরতিদাদের ফলাফল দিলেও এটির ভয়াবহতা গুরুতর। ফলে এটিকে অন্য ইরতিদাদের সাথে মিলানো যাবে না। বরং গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এটি হুদুদ এর ন্যায়। সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান, ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষা ও শরিয়ার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পরবর্তী ফকীহগণ শাতিমকে হুদুদের আওতাভুক্ত নয়, বরং হুদুদের ন্যায় শাস্তি হিসেবে গণ্য করেন এবং তাওবার অবকাশ রহিত করেন।

হানাফী ফিকহে এ দ্বিমত বা ইখতিলাফ বর্তমান সমাজ ও আইনের প্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলাম ও মুসলিমরা বর্তমানে বিজয়ী অবস্থানে নেই। শরিয়া আইন মুসলিম জনবসতিতে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া নেই বললেই চলে। ফলে সর্বক্ষেত্রে জমহুরের মতানুযায়ী তাওবা ব্যতীত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে মুতাকাদ্দিমীন উলামাদের অভিমত অনুযায়ী তাওবা গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন করার যৌক্তিকতা পরিদৃষ্ট হয়। তাছাড়া ইসলামী জ্ঞান ও সচেতনতার ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজে ব্যাপক উদাসীনতার কারণে অনেকেই অজ্ঞতাবশত শাতিম-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রেও তাওবার সুযোগ থাকাটা ইসলামের সার্বিক শিক্ষারই অংশ। অপরদিকে ইসলামের মর্যাদা ও স্বকীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে তিন মাযহাবের ন্যায় মুতাআখখিরীনদের ফাতওয়াও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমত বিবেচনায়, হানাফী ফিকহের এই মতবিরোধ উম্মাহর জন্য রহমত স্বরূপই। স্থান-কাল-পাত্রভেদে যা ইসলামী শরিয়ার উপযুক্ততা ও সর্বজনীনতারই প্রমাণ।

৪. শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর বিভিন্ন শ্রেণির দণ্ডবিধি

৪.১. নারী শাতিমের দণ্ড

শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর শাস্তির ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের মুতাকাদ্দিম আলেমগণ নারীদেরকেও পৃথক করেছেন। তাদের মতে, কোনো অবস্থাতেই নারীকে হত্যা করা যাবে না। কেননা, হাদিসে এসেছে, রাসূল ﷺ নারীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। মোদ্দাকথা, শাতিমুর রাসূল যদি কোনো নারী হয়, তাহলে তার উপর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি আরোপ করা যাবে না। তবে শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর মতো কুফরি অপরাধ করার কারণে তাকে আজীবন বন্দী করে রাখা হবে। যদি সে তাওবা করে

ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) বলেন,

اما المرأة اذا ارتدت عن الاسلام فحالها مخالف لحال الرجل نأخذ في المرتدة بقول عبد الله بن عباس: فان ابا حنيفة حدثني عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس: لا تقتل النساء اذا ارتددن عن الاسلام ولكن يحبسن ويدعين الي الاسلام ويجبرن اليه-

কোনো নারী যদি ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার হুকুম পুরুষদের হুকুম থেকে ভিন্ন হবে। এক্ষেত্রে আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের বর্ণনা গ্রহণ করি। ইবনু আব্বাস থেকে আবু রুজাইন তার থেকে আসেম, তার থেকে ইমাম আবু হানিফা আমার নিকট বর্ণনা করেন, নারীদের হত্যা করা হবে না, যদি তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। তবে, তাদেরকে বন্দি করা হবে। এবং ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হবে। এবং ইসলামে থাকার জন্য বাধ্য করা হবে।[৪২]

একইভাবে ইমাম ফখরুদ্দীন কাজী খান (রহ) বলেন,

ولا تقتل المرأة المرتدة عندنا ولكن تحبس ابدا الا ان تتوب-

আমাদের (হানাফীদের) নিকট কোনো মুরতাদ নারীকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু তাকে তাওবা না করা অবধি বন্দী করে রাখা হবে।[৪৩]

বিখ্যাত হানাফী পণ্ডিত ইবনু কামাল পাশা (রহ) বলেন,

لا تقتل المرتدة خلافا للشافعي وتحبس حتي تسلم-

কোনো মুরতাদ নারীকে হত্যা করা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী এ মতের বিরোধিতা করেন। মুরতাদ নারীকে ইসলাম গ্রহণ না করা অবধি বন্দী করে রাখা হবে।[৪৪]

উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, শাতিমুর রাসূল যদি কোনো নারী হয় এবং তার অপরাধ যদি প্রমাণিতও হয়, তাহলে ঐ নারীকে হত্যা করা যাবে না। তাকে আটক করে রাখা হবে। এবং ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে আমৃত্যু বন্দী জীবন কাটাবে। এটাই হানাফী মাযহাবের মুতাকাদ্দিম আলেমগণের ফতওয়া।

তবে কেউ যদি শানে রেসালতের হেফাজতে কোনো শাতিম নারীকে হত্যা করে, তাহলে তার উপর কোনো জরিমানা আরোপিত হবে না। চাই মুরতাদ নারী স্বাধীন হোক বা দাসী। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আব্দুর রহমান জুযাইরি বলেন,

الحنفية قالوا: ان المرأة المرتدة لا يجب قتلها فان قتلها رجل لم يضمن شيئا حرة كانت أو عبدة-

---

42. Abu Yusuf, *Kharāj,* 1984, p 196.
43. Qadi khan, *Fatwā,* 2009, v 3, p 524.
44. Ibn Kamal Pasha, *Al-Īḍāḥ fī Sharḥ al-Iṣlāḥ* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2007), v 2, p 71.

হানাফী উলামায়ে কেরাম বলেন, মুরতাদ নারীকে হত্যা করা ওয়াজিব নয়। তবে যদি কোনো ব্যক্তি তাকে হত্যা করে, তাহলে তার উপর কোনো জরিমানা আসবে না। চাই সে মুরতাদ নারী স্বাধীন হোক বা দাসী।[৪৫]

অন্যদিকে, হানাফী মাযহাবের মুতাআখখির বা পরবর্তী যুগের আলেমগণের মতে, শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, যদি কোনো নারীর কাছ থেকে রাসূল ﷺ-এর শানে বেয়াদবি বা কটুক্তিমূলক কথা বলাটা প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। তার কাছ থেকে কোনো তাওবা চাওয়া হবে না। আর যদি সে তাওবা করে, তাহলে তার তাওবাও কবুল হবে না।

৪.২ যিম্মী শাতিমের দণ্ড

যিম্মি হলো ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক যারা ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে কৃত চুক্তি বা ওয়াদা মেনে চলা ও জিযিয়া কর প্রদানে বাধ্য থাকে। যিম্মির সংজ্ঞায়নে শামসুল আইম্মা সারাখসী বলেন,

اهل الذمة هم المعاهدون من النصاري واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الاسلام-

যিম্মি হলো মুসলিম দেশে বসবাসকারী নিরাপত্তা চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ ইহুদি, নাসারা বা অন্য ধর্মাবলম্বী।[৪৬]

যিম্মি শাতিমের ব্যাপারেও হানাফী মাযহাবে দুই প্রকার মত পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে, কোনো যিম্মি যদি রাসূল ﷺ-এর শানে বেয়াদবি করে বা তাঁর মর্যাদা খাটো করে বা তাঁকে গালমন্দ করে, তাহলে তাকে তাযিরি শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু হত্যা করা হবে না। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনু আবেদিন শামী (রহ.) বলেন,

حكي عن ابي حنيفة-رحمه الله- قال: لا يقتل الذمي بشتم النبي-

ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেন, রাসূল ﷺ-কে গালমন্দ করার কারণে যিম্মিকে শাস্তি দেয়া হবে না। ইমাম আজম এ বিধান নিয়েছেন কুরআনের সূরা তাওবা থেকে।[৪৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون-

45. Abdur Rahman Juzayri, *Kitāb al-Fiqh ʿAlā al-Madhāhib al-Arbaʿa* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2003/1424h), V 5, p 374.
46. Shamsul Ayimma Sarakhsi, *Sharḥ Siyār al-Kabīr* (Hyderabad: Dār al-Maʿarif, N.D.), v 1, p 168.
47. Shami, *Tanbīh,* 2007, p 104.

আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটুক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। নিশ্চয় তাদের কোনো কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়।"[৪৮]

এ আয়াত থেকে পূর্ববর্তী হানাফী আলেমগণ যিম্মিদের প্রসঙ্গে বলেন, যিম্মিদেরকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিতে হলে দুটি কারণ পাওয়া যেতে হবেঃ

এক. نقض العهد তথা চুক্তিভঙ্গ; চুক্তিভঙ্গ বলতে বোঝানো হয়েছে যিম্মিকে ইসলামি রাষ্ট্রে যে চুক্তির ভিত্তিতে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে, যিম্মির নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ করা।

দুই. طعن في الدين তথা ধর্ম অবমাননা; ধর্ম অবমাননা বলতে বোঝানো হয়েছে ইসলাম ধর্ম বা এ ধর্ম সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় বা রাসূল ﷺ বা কোনো নবীকে নিয়ে কথায় বা কাজে কটুক্তি করা।

হানাফীদের দৃষ্টিতে, যদি কোনো যিম্মি ধর্ম অবমাননা না করে কেবল চুক্তিভঙ্গ করে, তাহলে তাকে তাযির হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে। আবার যদি চুক্তিভঙ্গ না করে কেবল ধর্ম অবমাননা করে, তাহলেও তাকে তাযির হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে। এ দুই অবস্থায় তার উপর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি আরোপ করা যাবে না। কারণ, উভয় অবস্থায় যেকোনো একটি কারণ পাওয়া যায়। কিন্তু, যদি কোনো যিম্মির কাছ থেকে দুইটি কারণই একসাথে পাওয়া যায়, কেবল তখনই তাকে হত্যা করতে হবে। অর্থাৎ, নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ ও ধর্ম অবমাননা যদি একসাথে পাওয়া যায়, তাহলেই ঐ যিম্মিকে হত্যা করা হবে। কেবল ধর্ম অবমাননা বা রাসূল ﷺ-কে কটুক্তি করার কারণে যিম্মির উপর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি আরোপ করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, পরবর্তী যুগের আলেমগণ ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন, শাতিম মুসলিম হোক বা কাফের বা যিম্মি, তার একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু হুমাম বলেন,

والذي عندي أن سبه أو نسبة ما لا ينبغي الي الله تعالي ان كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد الي الله تعالي وتقدس عن ذلك اذا اظهره يقتل به و ينتقض عهده-

আমার মতে, রাসূল ﷺ-কে গালি দেয়া অথবা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে অযাচিত মন্তব্য করা, যা তার শানে উচিত নয়, যেমনঃ আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণ করা (যা থেকে তিনি পূত-পবিত্র); যদি এসব কোনো যিম্মি করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। এবং তার সাথে কৃত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।[৪৯]

৪.৩ নাস্তিক শাতিমের দণ্ড

নাস্তিক শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো যে ঈশ্বর, আত্মা বা ধর্মীয় শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না। একজন নাস্তিক পৃথিবীর সবকিছু যুক্তি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার

48. Al-Qurʾān, 09:12.
49. Ibn Abedin Shami, *Ḥāshiya ibn ʿAbidīn* (Damascus: Dār al-Thaqāfa wa al-Turāth, 2000/1421h), v 12, p 781.

চেষ্টা করে; এবং বিশ্বাস করে–বিজ্ঞান ছাড়া কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এমন ব্যক্তি ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে কটূক্তি করাই স্বাভাবিক। বর্তমানে এর সংখ্যা বিশ্বব্যাপী মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এমন ব্যক্তি যদি শাতিমের অপরাধে অপরাধী হয়, তাহলে তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের রায় হচ্ছে, যদি শাতিম গ্রেফতারের পূর্বে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা করে নেয়, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে। আর যদি গ্রেফতারের পর তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে না। বরং, তাকে হত্যা করা হবে। এ বিষয়ে হাশিয়ায়ে ইবনু আবেদীনে এসেছে,

مطلب الزنديق: اذا أخذ قبل التوبة يقتل ولا تؤخذ منه الجزية-

যিন্দিকের[৫০] অধ্যায়: নাস্তিক যদি তাওবা করার আগে গ্রেফতার হয়, তবে তাকে হত্যা করা হবে। তার থেকে কোনো জিযিয়া কর নেয়া হবে না।[৫১]

এ প্রেক্ষিতে হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে, শাতিমুর রাসূল, চাই সে কাফের বা যিম্মি বা নাস্তিক হোক, তাকে প্রথমে তাওবা করে ইসলামের পথে দাওয়াত দেয়া হবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে তা কবুল করা হবে। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি তার উপর আরোপ করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাবের একটা গুরুত্বপূর্ণ উসূল বা নীতি হচ্ছে, যেসব অপরাধের শাস্তির বিধানে মৃত্যুদণ্ড নেই, কিন্তু তার মতো অন্য অপরাধকর্মের ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে- এরকম কাজ যদি কেউ বারবার করতে থাকে, তবে মুসলিম শাসকের অধিকার আছে যে, তিনি চাইলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন।[৫২] এ উসুলের ভিত্তিতে অনেক হানাফী আলেম ফতোয়া দেন যে, যিম্মি বা কাফের বা নাস্তিকদের মধ্যে কেউ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে কটূক্তি করে, তাহলে প্রথমে তাকে তাযির হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে। গ্রেফতার করে আটকে রাখা হবে। তবে তাযিরি শাস্তি পাওয়ার পরও যদি তার এহেন ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড চলতে থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে। এ হত্যাকাণ্ড তখনই কার্যকর হবে যখন সে প্রকাশ্যে বারবার কটূক্তি করতে থাকবে।

৫. শাতিমের তাওবা

উল্লেখ্য যে, মুতাকাদ্দিমীন হানাফীগণের নিকট শাতিমের তাওবা সাধারণ তাওবার ন্যায় নয়। এক্ষেত্রে তারা বিশেষ কিছু শর্তারোপ করে থাকেন। যেমন,

50. যিন্দিক দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো এইসব ফকীহদের পরিভাষায় যিন্দিক বলতে সেই মুনাফিককে বোঝানো হয়েছে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু লুকিয়ে রাখে। হোক তা ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্মের মতো কোনো ধর্ম, কিংবা অন্য কিছু। এমনকি সে যদি সৃষ্টিকর্তা, পরকাল এবং সৎকর্মসমূহকে অস্বীকারকারী নাস্তিকও হয়, তবুও সে এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। (ইবনে তাইমিয়া)
51. Ibid, v 13, p 54.
52. *Al-Mawsūʿa,* 1983, v 12, p 263. (أجاز ابو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم, اذا كان جنسه يوجب القتل كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل)

ক. আদালত বা কাজীর সামনে প্রকাশ্যে তাওবা করতে হবে।

খ. তাওবা করার সময় সাক্ষী থাকতে হবে।

গ. গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা করতে হবে। শাতিমুর রাসূল যদি গ্রেপ্তার বা কাজীর রায়ের পর তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু আবেদিন শামী বলেন,

فبعد اخذه لا تقبل توبته اتفاقا فيقتل

আলিমগণের ঐক্যমতে গ্রেফতারের পর শাতিমের তাওবা কবুল করা হবে না। তাকে হত্যা করা হবে।[৫৩]

ঘ. তাওবার পর শাহাদাহ বলে নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করবে বা ঈমান নবায়ন করবে।

ঙ. তাওবা করার পর ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করবে, এমন অঙ্গীকার করবে।

চ. সর্বশেষ এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে যে, পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা ইসলামের ব্যাপারে কোনোরূপ কটূক্তি করবে না।[৫৪]

উপর্যুক্ত উপরের শর্তাবলি পূরণ করলেই কেবল শাতিমের তাওবা গ্রহণযোগ্য এটাই হানাফী ফকিহগণের মত। এর মধ্যে কোনো শর্তবাদ পরলে সেরূপ তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে শাতিমকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

৬. মাকাসিদুশ শরিয়ার আলোকে শাতিমুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাস্তি

মাকাসিদুশ শরিয়া বলতে বোঝায় ইসলামি বিধি-নিষেধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, গূঢ়ার্থ, তাৎপর্য ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরিয়ত প্রণেতা হিসেবে উম্মতে মুসলিমার জন্য যে মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হুকুম-আহকামের প্রবর্তন করেছেন মূলত তাই মাকাসিদুশ শরিয়া। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী বলেন,

ان مقصود الشرع من الخلق خمسة: ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم-

মাকাসিদুশ শরিয়া পাঁচটি। যথা: ধর্ম বা বিশ্বাসের সংরক্ষণ (حفظ الدين), জীবনের নিরাপত্তা (حفظ النفس), বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل), বংশের সুরক্ষা (حفظ النسل), সহায়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ (حفظ المال)।[৫৫]

শাতিমুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান প্রবর্তনের পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে। বস্তুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবমাননার বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

53. Shami, Ibn Abedin. *Radd al-Muhtār,* 1414, v 4, p 236.
54. Qaderi, *Taḥaffuẓ,* 2008, p 405-410.
55. Abu Hamid Muhammad Ghazali, *Al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Usūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1993/1413h), p 173.

মাকাসিদুশ শরিয়ার পাঁচটি বিষয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়াটা অনেকটা লঘু শাস্তিই বলা চলে। মাকাসিদুশ শরিয়ার আলোকে এ শাস্তির যৌক্তিকতা নিম্নরূপ:

৬.১. মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে দীনের সংরক্ষণ: ইসলাম ধর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছেন রাসূল ﷺ। রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করার অর্থ আল্লাহ তাআলাকেই অনুসরণ করা। অপরদিকে, রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা বা তাঁর শানে কটুক্তি করার অর্থ হলো সমস্ত দীনকে আঘাত করা। তাছাড়া শরীয়ত প্রণেতা হিসেবে রাসূল ﷺ-এর অবস্থানও এতে দুর্বল হয়ে পড়ে। যা পুরো দীনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাই শাতিমুর রাসূল ﷺ-কে যদি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি আরোপিত করা না যায়, তাহলে দীনকে আঘাত করা থেকে রক্ষা করা যাবে না। এ মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি তখন ধর্মের অবমাননা থেকে রক্ষার একটি শক্ত প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে।

৬.২. মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে জীবনের নিরাপত্তা: শাতিমুর রাসূলকে যদি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া না হয়, তাহলে দেখা যাবে সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি পাবে। জনগণের মাঝে শাতিমের প্রতি ক্ষোভ জন্ম নিবে। সে ক্ষোভ থেকে সাধারণ মুসলিম রাজপথে নেমে পড়বে। এতে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি দ্বন্দ্বের ফলে জীবননাশের মতো ঘটনাও ঘটে। বর্তমান বাংলাদেশেও এর নজীর বিরল নয়। ফলে এসব উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সামাল দিতে শাতিমের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়াটাই যথোপযুক্ত। এর ফলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। রক্তপাতের মতো ঘটনাও এড়িয়ে যাওয়া যায়। এবং ভবিষ্যতেও এমন ঘটনার দ্বার রুদ্ধ করা যায়।

৬.৩. মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা: আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ কে পৃথিবীবাসীর জন্য রহমত ও শিক্ষকরূপে পাঠিয়েছেন। তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ইত্যাদি। এখন কেউ যদি রাসূল ﷺ-কে কটুক্তি করে, তবে তাঁর গোটা শিক্ষার উপর প্রশ্ন আসে। যাতে পরবর্তীতে ধর্ম অবমাননা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, তাই মানুষের বিবেক বুদ্ধি, জ্ঞান ও নৈতিকতা সুরক্ষায় শাতিমের শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ডের বিধান জারি করা হয়েছে।

৬.৪. মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে বংশের সুরক্ষা: মাকাসিদে শরিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে হিফজুন নসল বা বংশের সুরক্ষা। এজন্য ইসলাম বংশধারা সুরক্ষা, ভবিষ্যত প্রজন্মের ঈমান-আকিদা সুরক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পিতা-মাতা তাগিদ করেছে। যদি রাসূল ﷺ-কে অপমানকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোর না হয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়ে ঈমান, আকিদা ও রাসূল ﷺ-কে নিয়ে সন্দেহের দানা বাঁধবে। পরবর্তী প্রজন্ম রাসূল ﷺ সম্পর্কে ভুল বার্তা পাবে এবং এক পর্যায়ে রাসূল ﷺ-এর মাসুমিয়্যত তথা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়েও প্রশ্ন তুলতে পারে। ফলে, বংশীয় প্রজন্মের মধ্যে ঈমানের জজবা, নৈতিক বিশুদ্ধতা ও ইসলামী শিক্ষা হারিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই, পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ধর্মীয় বিদ্বেষ,

নৈতিক অবক্ষয় যেন বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য শাতিমকে মৃত্যুদণ্ডের মতো সর্বোচ্চ কঠোর সাজা দেয়া হয়।

৬.৫. মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা: মাকাসিদে শরিয়ার অন্যতম স্তর হচ্ছে হিফজুল মাল তথা সম্পদের সুরক্ষা। চাই তা ব্যক্তিগত হোক বা সামষ্টিক। রাসূল ﷺ এর মান-সম্মানে আঘাত করা রাষ্ট্রের মুসলিমদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিবে। ফলে, উত্তেজনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, প্রতিবাদ, প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকবে মুসলিমদের মনে। এমতাবস্থায় যদি শাতিমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া না হয়, তাহলে ক্ষুব্ধ মুসলিম জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়বে। শানে রেসালাতের হেফাজতে বিক্ষোভ মিছিল করবে। রাস্তাঘাট অচল করে দিবে শাতিমের ফাঁসির দাবিতে। ফলে, অর্থনীতির সচল চাঁকা থেমে যাবে। অর্থনৈতিক স্থবিরতা দেখা দিবে। ইসলামী শরিয়ত এমন উত্তাল পরিস্থিতির প্রতিরোধে শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছে।

উপসংহার

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে মনোনীত করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদাকেও সমুন্নত করেছেন। তাঁর সম্মানে বিন্দুমাত্র আঘাত সহ্য করা হবে না। আর যে তাঁকে কটুক্তি করবে বা তাঁর সম্মান খাটো করবে বা কথায়-কাজে তাঁকে দোষারোপ করবে, তার জন্য পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক ও লাঞ্ছনাকর শাস্তি। আর ইহকালে তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এটাই খোদায়ী ফরমান। তবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এ হুকুম বা ফরমান বাস্তবায়নে নানাবিধ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে চার মাযহাবের কিতাবগুলোতে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। অনুসারী বিবেচনায় সর্বপ্রধান মাযহাব হানাফী ফিকহেও এ বিষয়ের আলোচনা লক্ষ্যণীয়। যদিও অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় এ মাযহাবের ফকিহগণের মধ্যে দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়, তথাপিও এ মতভেদ উসূলে ফিকহের বাইরে নয়। বরং ইরতিদাদ ও হদ্দ এর মাসআলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার মাধ্যমে হানাফীগণ এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। মুতাকাদ্দিম আলেমগণ যেখানে তাওবা কবুল করে শাতিমের মৃত্যুদণ্ড রহিত করার পক্ষে মত দেন, সেখানে মুতাআখখির ফকিহগণ অন্য তিন মাযহাবের ন্যায় কোনো ধরনের ইসতিসনা (ব্যতিক্রম বা পৃথকীকরণ) বা শর্তারোপ কিংবা অবকাশ ব্যতিরেকে শাতিমের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে অভিমত পেশ করেন। সময়ের বিবেচনায় এ দ্বিবিধ মত খুবই উপযোগী। কেননা, বর্তমানে ইসলাম বিজয়ী অবস্থানে নেই, এমনকি ধর্মের পবিত্রতা ও সুরক্ষার বিষয়টিও খুব জোরালোভাবে রক্ষিত নয়। ফলে শাতিমুর রাসূল ﷺ-এর অপরাধ প্রতিরোধ ও এর শাস্তি বিধানে স্থান-কাল পাত্রভেদে যেকোনো একটি অভিমত বাস্তবায়নের সুযোগ থেকে যায়। ফলে পরিস্থিতি বিবেচনায়, হানাফীদের এ অবস্থান শরিয়া ও মুসলিম উম্মাহর আবেগ-অনুভূতি রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার ও রহমত হিসেবে বিবেচিত হয়।

Bibliography

al-Quran

Abu Yusuf, Qaḍī. *Kitab al-Kharāj*. Tunisia: Dār Busdāma, 1984.

Abu Zahra, Muhammad. *Abū Ḥanīfa: Ḥayātuhū wa ʿAṣruhū*. Cairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1991.

Abu Zahra, Muhammad. *Tārikh al-Madhāhib al-Fiqhiyya*. Cairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 2007.

Baydawi, Qadi Nasiruddin. *Minhāj al-Uṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl* (ed. Dr. Shaban Muhammad Ismail). Beirut: Dār Ibn Hazm, 2008/1429h.

Bazzaz, Muhammad Ibn Muhammad Ibn Shihab. *Fatwā Bazzāziyya.* Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2009.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathir, 2002.

Editorial Board. *Al-Mawsūʿa al-Fiqhiyya al-Kuwītiyya.* Kuwait: Wazara al-Awqāf wa al-Shuʾun al-Islāmiyya, 1983/1404h.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Usūl* (ed. Abdus Salam Abdush Shafii). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1993/1413h.

Ibn Humam, Kamal Uddin Muhammad. *Fatḥ al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Fikr, N.D.

Ibn Nujaym, Zaynuddin. *Al-Ashbah wa al-Naẓāʾir.* Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1998/1419h.

Ibn Nujaym, Zaynuddin. *Al-Baḥr al-Rāʾiq Sharḥu Kanz al-Daqāʾiq*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1997/1418h.

Ibn Taymiyya, Ahmad ibn Abdul Halim. *Al-Ṣārim al-Maslūl ʿAlā Shātim al-Rasūl*. Jordan: Baytul Muqaddas, 2019/1440h.

Iyad, Qadi abul Abbas ibn Musa. *Al-Shifā bi Taʿrīf fī Ḥuqūq al-Muṣṭafā* (ed. Amer Jajjar). Cairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.

Jadah, Sheikh. *Majmaʿ al-Anhār fī Sharḥ Multaqa al-Abḥar*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī, N.D.

Juzayri, Abdur Rahman. *Kitāb al-Fiqh ʿAlā al-Madhāhib al-Arbaʿa*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2003/1424h.

Khasru, Molla. *Ḍurār al-Ḥukam sharḥ Ghararī Aḥkām*. Cairo: Dār al-Iḥyā al-Kutub al-ʿArabiyya, N.D.

Manawi, Abdur Rauf. *Al-Tawfīq ʿalā Muhimmat al-Taʿarīf* (ed. Abdul Hamid Salih Hamdan). Egypt: Maktabat ʿAlam al-Kutub, 1990/1410h.

Murghinani, Burhanuddin. *Al-Hidāyā.* Egypt: Dār al-Kutub al-ʿArabīyya, 2018/1439h.

Panipathi, Qadi Sanaullah. *Tafsīr Mazharī*. Lebanon: Dār Iḥyā al-Turāth, N.D.

Pasha, Ibn Kamal. *Al-Īḍāḥ fī Sharḥ al-Iṣlāḥ*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2007.

Qaderi, Dr. Tahirul. *Taḥaffuẓ Nāmūs al-Risālāh*. Lahore: Minhajul Quran Publication, 2008.

Qadi khan, Fakhruddin. *Fatwā Qāḍī Khān* (ed. Salim Mustafa Badri). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2009.

Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad. *Al-Jāmiʿ lī Aḥkām al-Qurʾān*. Beirut: Muassasat al-Risalah, 2006/1427h.

Ramalli, Khairuddin. *Fatwā Khayriyya*. Egypt: Maṭbuʿat al-Kubrā al-ʿAmiriyya, 1300h.

Sarakhsi, Shamsul Ayimma. *Sharḥ Siyār al-Kabīr*. Hyderabad: Dār al-Maʿarif, N.D.

Shami, Ibn Abedin. *Al-ʿUqūd al-Durriyya fī Tanqīḥ al-Fatwā al-Ḥāmidiyya*. Beirut: Kutub al-ʿIlmiyya, 2008.

Shami, Ibn Abedin. *Ḥāshiya ibn ʿAbidīn* (ed. Dr. Husamuddin ibn Muhammad Salih). Damascus: Dār al-Thaqāfa wa al-Turāth, 2000/1421h.

Shami, Ibn Abedin. *Radd al-Muhtār ʿalā Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1414h.

Shami, Ibn Abedin. *Tanbīh al-Ulāt wa al-Ḥikām ʿalā Aḥkām Shātim Khayr al-Anām*. Damascus: Dār al-Āthār, 2007/1428h.

Subki, Taqi Uddin. *Al-Ibhāj fī Sharḥ al-Minhāj.* Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1984/1404h.

Subki, Taqi Uddin. *Al-Saif al-Maslūl ʿalā Man Sabb al-Rasūl* (ed. Gauz, Iyad Ahmad). Amman: Dār al-Fatḥ, 2000/1410h.

Sughdi, Abul Hasan Ali. *Al-Nutfu fī al-Fatwā* (ed. Dr. Salah Uddin Nahi). Delhi: Dār al-Furqān, 1983/1404h.

Tahawi, Abu Jafar. *Mukhtaṣar al-Ikhtilāf al-ʿUlamā* (ed. Dr. Abdullah Najir Ahmad). Beirut: Dār al-Bashāʾir al-ʿIlmiyya, 1996/1417h

Tahawi, Abu Jafar. *Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī* (ed. Abul Wafa Afghani). Egypt: Dār al-Kutub al-ʿArabīyya, 1280h.

Zuhayli, Dr. Wahbatuz. *Uṣūl Fiqh al-Ḥanafī*. Damascus: Dār al-Maktabī, 2001/1424h.